দৈনিক বাংলা

166

তারিখ 03 JUL 1997
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

প্রেসিডেন্টের দিক-নির্দেশনা

প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ গত রোববার এক অনুষ্ঠানে দেশের ভবিষ্যতকে বিবেচনায় রেখে শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য বন্ধের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আবেদন জানিয়ে বলেছেন যে, নোংরা দলীয় রাজনীতির কাছে ছাত্রদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিসর্জন দেয়া যায় না। প্রেসিডেন্ট আরও বলেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি ছাত্র রাজনীতির আগুনে ঘি ঢালছে।

প্রেসিডেন্টের উপরোক্ত বক্তব্য আপাত তিক্ত হলেও তার বাস্তবতা ও সারবত্তা সম্পর্কে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। আমাদের শিক্ষাঙ্গন বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষাঙ্গন মাঝেমধ্যেই মারণাস্ত্রের গর্জনে কেঁপে কেঁপে ওঠে। পরিণত হয় রণাঙ্গনে। হানাহানি খুনোখুনিতে শিক্ষাঙ্গন হয় কলুষিত। রক্তসিক্ত। অথচ এমন এক সময় ছিল যখন শিক্ষাঙ্গনের উজ্জ্বল ঐতিহ্য এবং এদেশে ছাত্র রাজনীতির দিকে জনগণ তাকিয়ে থাকত, ছাত্ররাই জনগণকে পথ দেখাত। তাদের নিকট থেকেই জাতি গ্রহণ করত দিক-নির্দেশনা। ছাত্র রাজনীতি তখন ছিল সর্বপ্রকার কলুষমুক্ত। এদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধেও ছাত্রদের অবদান গৌরবোজ্জ্বল। পরিতাপের বিষয়, নোংরা দলীয় রাজনীতির আবর্তে হারিয়ে গেছে ছাত্র রাজনীতির সেই গৌরবময় ঐতিহ্য। ছাত্রদের একটা অংশ একালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সশস্ত্র ক্যাডারে পরিণত হয়েছে। তারা হয়ে পড়েছে রাজনৈতিক দলের হাতিয়ার। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে নৈরাজ্য, সন্ত্রাস, বন্দুকযুদ্ধ, চাঁদাবাজি ও দলীয় নোংরা রাজনীতি বিরাজমান। সেখানে শিক্ষার পরিবেশ অন্তর্হিত। ফলে জনসাধারণের এই ধারণা জন্মেছে যে রাজনৈতিক দলের গুটিকয়েক ছাত্রকর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে জিম্মি করে রেখেছে। এ ধরনের অবস্থা চলতে দেয়া যায় না। নোংরা দলীয় রাজনীতির কাছে ছাত্রদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিসর্জন দেয়া যায় না।

এই অবস্থার অবসানের পথও প্রেসিডেন্ট নির্দেশ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি শিক্ষাঙ্গনকে হাঙ্গামামুক্ত রাখতে একমত হলে কয়েকদিনের মধ্যেই ক্যাডাররা অদৃশ্য হয়ে যাবে। সন্ত্রাস থেমে যাবে। শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরে আসবে।

প্রেসিডেন্ট শিক্ষাঙ্গনের হতাশাজনক পরিস্থিতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন শিক্ষকের দলীয় রাজনীতিকেও দায়ী করে বলেছেন যে এ ধরনের আচরণ ছাত্র রাজনীতিকে আরও অধঃপতিত করেছে। শিক্ষকদের এই আচরণ অনভিপ্রেত এবং নিন্দনীয়। সুতরাং তাদেরও নিজেদের দলীয় রাজনীতির বেদীমূলে ছাত্রদের ব্যবহার করার প্রবণতা বর্জন করতে হবে। জাতির বিবেক হিসাবে প্রেসিডেন্ট এ ব্যাপারে যে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন জাতীয় স্বার্থেই তা অনুসরণ করা উচিত বলে আমরা মনে করি।